দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১১

বাংলাদেশের অবস্থান ও স্কোরের কিঞ্চিত অগ্রগতি

তবে দুর্নীতিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ও ক্ষতিগস্ত দেশগুলোর তালিকা থেকে বাংলাদেশ বের হতে পারেনি

ঢাকা, ডিসেম্বর ১, ২০১১: আজ প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১১ অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারি সম্পদের অপব্যবহার, ঘুষ এবং গোপনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অনেক সরকারই তাদের জনগণকে দুর্নীতি থেকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০১১ সালের করাপশনস্ পারসেপশন ইনডেক্স বা সিপিআই অনুযায়ী সূচকের ০-১০ এর স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২.৭ যা গত বছরের তুলনায় ০.৩ বেশি। তালিকার ১৮৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান উচ্চক্রম অনুসারে ১২০। নিম্নক্রম অনুসারে ১৮৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। ২০১০ সালে ১৮৭টি দেশের মধ্যে নিম্নক্রম অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। এ বছর ২০১১ সালে বাংলাদেশের সাথে একই স্কোর করে একই অবস্থানে রয়েছে আরো আটটি দেশ। এগুলো হলো: ইকুয়েডর, ইথিওপিয়া, গুয়েতমালা, ইরান, কাজাখাস্তান, মঙ্গোলিয়া, মোজাম্বিক এবং সলোমান দ্বীপপুঞ্জ। বাংলাদেশের স্কোর ৩ এর নিচে থাকায় ২০১১ সালের বাংলাদেশ দুর্নীতিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ও ক্ষতিগস্ত দেশগুলোর তালিকা থেকে বের হতে পারেনি।

২০১১ সালে কম দুর্নীতিগ্রস্ত তালিকার শীর্ষে রয়েছে নিউজিল্যান্ড, যার প্রাপ্ত স্কোর ৯.৫। দ্বিতীয় স্থানে যৌথভাবে রয়েছে ফিনল্যান্ড ও ডেনমার্ক, যাদের প্রাপ্ত স্কোর ৯.৪ এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে সুইডেন, প্রাপ্ত স্কোর ৯.৩। অন্যদিকে এশিয়া থেকে সিঙ্গাপুর ২০১১ সালে ৫ম স্থানে রয়েছে ৯.২ স্কোর পেয়ে। ২০১১ সালে তালিকার সর্বনিম্নে অবস্থান করছে যৌথভাবে সোমালিয়া এবং প্রথমবারের মতো জরিপে অর্ন্তভুক্ত উত্তর কোরিয়া। তাদের প্রাপ্ত স্কোর ১.০। তালিকার সর্বনিম্নের দ্বিতীয় দেশ যৌথভাবে আফগানিস্তান ও মায়ানমার যাদের স্কোর ১.৫।

টিআইবি'র বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন **অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল** এর সভাপতিত্বে আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী এক যোগে প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল–এর সিপিআই সূচক প্রকাশ করে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক **ড. ইফতেখারুজ্জামান** বলেন, ''২০১১ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ও স্কোরের কিঞ্চিত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১০ এর তুলনায় বাংলাদেশের স্কোর ০.৩ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অবস্থানেও এক ধাপ অগ্রগতি হয়। তবে বাংলাদেশের স্কোর ৩ এর নিচে থাকায় ২০১১ সালের বাংলাদেশ দুর্নীতিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ও ক্ষতিগস্ত দেশগুলোর তালিকা থেকে বের হতে পারেনি।'' তিনি আরো বলেন, ''তবে তার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত বা বাংলাদেশের অধিবাসীরা সবাই দুর্নীতি করে। তাছাড়া এ সূচকে যাদের হাতে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে এবং তা করে থাকেন, শুধুমাত্র তাদের দুর্নীতির প্রবণতার প্রতিফলন ঘটে থাকে। যদিও দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সুশাসন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে কঠিনতম অন্তরায়, তথাপি দেশের আপামর জনগণ দুর্নীতিগস্ত নয়। তারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগস্ত ও ভুক্তভোগী মাত্র। ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি ও তা প্রতিরোধে দেশের নেতৃত্ব ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে দেশ বা জনগণকে কোনোভাবেই দুর্নীতিগস্ত বলা যাবে না।'' সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সিপিআই নির্ণয়ে টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করে না। এমনকি টিআইবি'র গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ সিপিআই–এ প্রেরণ করা বা বিবেচনা করা হয় না।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্যের সময়সীমা অনুযায়ী পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগ সহ ২০১১ সালের দুর্নীতি সংক্রান্ত ঘটনা প্রবাহের প্রতিফলন সুচকে ঘটেনি। পৃথিবীর কোন দেশই শতভাগ স্কোর পায়নি, যা আবারো প্রমান করল যে, দুর্নীতি একটি বিশ্বজনীন চ্যালেঞ্জ এবং এটি শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশের একচেটিয়া সমস্যা নয়।"

তিনি বলেন, "দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও শ্রীলঙ্কা এবারো বাংলাদেশের তুলনায় উন্নততর অবস্থানে থাকলেও তারাও উদ্বেগপূর্ণ ভাবে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । ভূটান ৫.৭ স্কোর পেয়ে ইতালী (৩.৯), থাইল্যান্ড (৩.৪) চীন (৩.৬), মালয়েশীয়া (৪.৩), তুরস্ক (৪.২), হাঙ্গেরী (৪.৬) এবং পোল্যান্ডের (৫.৫) মত দেশের চেয়ে ভাল ফল করেছে। দক্ষিন এশীয়ার অন্য দেশগুলোর মধ্যে শুধু ভারতের স্কোর গত বছরের তুলনায় কমেছে । বাকি দেশগুলোতে স্কোর বাংলাদেশের মতই সামান্য বেড়েছে। এ বৎসরের সূচকে জানুয়ারী ২০১০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সময়ের তথ্যের প্রতিফলন ঘটেছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রায় সবগুলো তথ্য সূত্রের মেয়াদকাল ২০১০ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত । অর্থাৎ এবারের সূচকে ২০১০ পরবর্তী সময়ের দুর্নীতির অবস্থার প্রতিফলন পাওয়া যাবে না ।

তিনি আরো বলেন, "দুর্নীতি প্রতিরোধে কিছু সম্ভাবনাময় পদক্ষেপও গৃহীত হয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব করে সরকার কমিশনের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠার পথে বড় ধরনের নৈরাশ্যজনক সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। টিআইবি সহ সংশ্লিষ্ট ষ্টোকহোল্ডারদের প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে বিষয়টি স্থগিত রয়েছে। সংসদীয় কমিটি জনমতের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে নেতিবাচক সংশোধনী প্রস্তাব গুলো আইনে রূপান্তরিত করা হবে না, এই মর্মে গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, যা আশাব্যঞ্জক।"

ড. ইফতেখারুজ্জামান আশা প্রকাশ করে বলেন, "দুর্নীতি, তা যেই পর্যায়েই ঘটুক না কেন, কারো প্রতি কোন প্রকার ভয় বা করুণা না করে, সকল প্রকার দলীয় বা রাজনৈতিক বিবেচনার উর্দ্ধে থেকে, তার বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে আইন প্রয়োগে আদালতকে কোন অবস্থাতেই প্রভাবিত না করা দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। এক্ষেত্রে অব্যাহত ব্যর্থতা অদূর ভবিষ্যতে নেতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। সেজন্য সরকার কর্তৃক তার নিজস্ব নির্বাচনী অঙ্গীকারের প্রতি সজাগ দৃষ্টিই যথেষ্ট। সরকারের কার্যক্রম তার নির্বাচনী অঙ্গীকারের সাথে যত বেশী অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সরকারের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ভবিষ্যতের জন্য তা ততটাই আত্মঘাতি হবে ।"

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে ১৩টি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ১৭ টি জরিপের ওপর নির্ভর করে সিপিআই সূচক তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে ৯টি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপগুলো হলো; এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কান্ট্রি পারফরমেন্স এ্যাসেস্‌মেন্ট রেটিংস্, বার্টেলসমান ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত বার্টেলসমান সাস্‌টেইনেবল গর্ভনেন্স ইনডিকেটর, ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট পরিচালিত কান্ট্রি রিস্ক সার্ভিস এ্যান্ড কান্ট্রি ফোরকাস্ট, আইএইচএস গ্লোবাল ইনসাইটের গ্লোবাল রিস্ক সার্ভিস, ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রকল্পের রুল অব ল ইনডেক্স, পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস রিপোর্ট, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি এ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল এ্যাসেস্‌মেন্ট, এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের ২০১০ এর রিপোর্ট এবং একই প্রতিষ্ঠানের এক্সিকিউটিভ অপিনিয়ন সার্ভিসেস ২০১১।

গণমাধ্যম যোগাযোগ

রিজওয়ান–উল–আলম
পরিচালক
আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
ই–মেইল: rezwan@ti-bangladesh.org
ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১২